যুগান্তর
MAY 10 2002
তারিখ ... ১০ ... কলাম ... ৪ ...

# হলগুলোতে ঢাবি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেই : ছাত্রনেতাদের আধিপত্য

## ● শহীদুল্লাহ হলে ছাত্রদলের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কে হলে থাকবে আর কে থাকবে না সেই সিদ্ধান্তসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন ছাত্রনেতারা। হলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং তখন সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

শহীদুল্লাহ হলের ছাত্রদল সভাপতি ইমরান ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর গ্রুপের মধ্যে বুধবার রাতে সংঘটিত এক সংঘর্ষে ৭/৮ জন কর্মী আহত হয়েছেন। হলে ছাত্র ওঠানোকে কেন্দ্র করে এই দু'গ্রুপের মধ্যে গত এক সপ্তাহ ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। চলতি সেশনে অনার্স শ্রেণীতে ছাত্রভর্তির পর এই দুই গ্রুপের নেতারা এ পর্যন্ত শতাধিক ছাত্রকে হলে তুলেছেন বলে হলের ছাত্ররা

পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ১

## হল : কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন। এ নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বে গত শনিবার ইমরান গ্রুপের কর্মীরা জাহাঙ্গীর গ্রুপের কর্মী মাহাবুবকে এবং মঙ্গলবার রঞ্জুকে মারধর করে।

এ নিয়ে বুধবার রাতে দু'গ্রুপের নির্ধারিত সমঝোতা বৈঠকে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। দু'গ্রুপের দুই শতাধিক নেতাকর্মীর মধ্যে সংঘর্ষের সময় মামুন, রঞ্জু, শুভ্র, শফিক, বাবুসহ ৭/৮ জন আহত হন। এ সময় দু'রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয়। হল কর্তৃপক্ষ আগামী রোববারের মধ্যে দু'গ্রুপের নেতাকে বিবাদের কারণ ব্যাখ্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণহীনতার সুযোগে এবং ছাত্রনেতাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার ফলে বিভিন্ন ছাত্র হলে প্রায়ই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলগুলো কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর সব হলে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েক দফা উদ্যোগ নিয়েও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হলে তুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি সূর্য সেন, জহুরুল হক হলসহ কয়েকটি হলে অভ্যন্তরীণ গ্রুপিংয়ের কারণে অনেক ছাত্রদল নেতাকর্মীই থাকতে পারছেন না।

এফ রহমান হলে ছাত্রদল নেতারা টাকার বিনিময়ে ছাত্র তুলেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বঙ্গবন্ধু হলের হাউজ টিউটরদের সভাকক্ষের চাবি ছাত্রনেতাদের কাছে থাকে বলে সংগঠনের এক সূত্র জানিয়েছে।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন জানিয়েছেন 'বর্তমানে কোন হলেই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা থাকতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের হলে তুলে দিতে পারেননি।'

ছাত্রনেতাদের হল নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি স্বীকার করে শহীদুল্লাহ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আবুল খায়ের বলেন, 'হল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হলের পরিবেশ পরিষদকেও সক্রিয় করা হচ্ছে। আশা করি অবিলম্বে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও হলে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণহীনতায় উদ্বিগ্ন। গত ১ মে প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী নিয়মতান্ত্রিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটরদের প্রতি আহ্বান জানান।